❀ কতিপয় জরুরী দোয়া ❀

১। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পড়িতে হয়ঃ

নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়াটি প্রাতে তিন বার ও সন্ধ্যায় তিন বার পাঠ করবে , কোন বস্তুইতার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না । অন্য এক হাদিস মতে প্রাতে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করবে না ।

‘‘বিসমিল্লাহিল লাযি লাইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম ।’’

২। ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর পড়তে হয়ঃ

হাদিস শরীফে আছে যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর কথা বলিবার আগে এই দোয়াটি ৭ বার পড়িবে সে যদি ঐ দিনে মৃত্যু বরণ করে তবে সে দোযখের আগুন থেকে পরিত্রান পাবে ।

‘‘আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্‌ নার ।’’

৩। সহজ, ভারী ও পছন্দনীয় দুইটি কালেমা ঃ

রসূল (সাঃ) বলেছেন দুইটি কালেমা উচ্চারন করা খুব সহজ, ওজনের পাল্লায় খুব ভারী ও আল্লাহ্‌র কাছে খুবই পছন্দনীয় ।

(১) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ।
(২) সুব্‌হানাল্লাহিল্‌ আযিম ।

৪। ফজর ও আসরের নামাজের পর তিন তসবিহ্‌ ঃ (এই তসবিহ্‌ ১০০ বার করে পড়তে হয়)

(১) সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ।
(২) আসতাগফিরুল্লাহি রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি ।
(৩) আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিইল্‌ উম্মিয়ি (অথবা অন্য যে কোন দরূদ শরীফ)।

৫। নিদ্রা যাইবার সময় পড়িতে হয় ঃ

সুন্নতের নিয়তে অজুর সহিত শুইবে । তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়িবে ।

‘‘আল্লাহুম্মা বিইস্‌মিকা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া’’।

৬। নিদ্রা থেকে জাগরিত হইলে পড়িতে হয় ঃ

‘‘আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযি আহ্‌ইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুসুর’’।

৭। নিজের বাসগৃহ হইতে বাহির হইবার সময় পড়িতে হয় ঃ

‘‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিইল্ আযিম’’।

৮। মাগরিবের নামাজের পর ১০০ বার এই দোয়াটি পড়তে হয় ঃ

‘‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুল্কুল্ মুবিন’’।

৯। শবেকদরের রাত্রে পড়িতে হয় ঃ

‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ান তুহিব্বুল আফ্ওয়াফা আফুআন্নি’’।

(এই দোয়া দিনের বেলা যতবার খুশী ততবার পড়া যায়)

১০। ফজর ও আসরের পর ১০০ বার করে পড়তে হয় ঃ

‘‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’’।